## একাদশ দার্‌স

## الدرس الحادي عشر

### প্রথমতঃ আল্লাহর প্রতি ঈমানঃ

### أولا: الإيمان بالله

আল্লাহর উপর ঈমান আনা বলতে তাঁর উলূহিয়্যাত, তাঁর রুবূবিয়্যাত এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদকে বিশ্বাস করা। আর আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো,

১। এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনিই সত্যিকার উপাস্য, একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। কারণ, তিনিই বান্দাদের স্রষ্টা, তাদের প্রতি অনুগ্রহকারী, তাদের রিজিক দাতা এবং তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত। তিনি তাঁর অনুসরণকারীদের প্রতিফল দানে এবং অবাধ্যদের শাস্তি প্রদানে সক্ষম। ক্বুরআনের অধিকাংশ আয়াত এই মহান মৌলিক নীতি সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. أَلا لله الدِّينُ الخَالِصُ ﴾ [الزمر:٢-٣]

"সুতরাং তুমি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর উপাসনা কর। জেনে রাখ, খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য।" (সূরা যুমার ২-৩) তিনি আরো বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الاسراء:٢٣] ،

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না।" তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [غافر:١٤].

"সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে ডাক, যদিও অবিশ্বাসিগণ এ অপছন্দ করে।

২। আল্লাহর উপর ঈমানের আরেকটি দিক হলো, ইসলামের মূল পাঁচটি ভিত্তিসহ ঐ সব বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, যা আল্লাহ বান্দাদের উপর অত্যাবশ্যক ও ফরয করে দিয়েছেন। আর পাঁচটি ভিত্তি হলো, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর প্রেরিত রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্যবানদের জন্য বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করা। এ ছাড়া অন্যান্য ফরয কার্যাদি, যা পবিত্র শরীয়ত বিধিবদ্ধ করেছে।

৩। এ বিশ্বাসও আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত যে, তিনিই গোটা সৃষ্টিজগতের একমাত্র স্রষ্টা, পরিচালক, নিজের জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা যেভাবে ইচ্ছা সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তিনিই দুনিয়া ও আখে- রাতের মালিক। সকলের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই। তিনি বান্দাদের সংস্কার এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাতে মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত, সেদিকে আহ্বান জানাতে যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। এ সব ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক নেই। যেমন তিনি বলেন, "আল্লাহই প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব বিষয়ের কর্ম বিধায়ক।" (সূরা যুমার ৬২)

৪। আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে এটাও শামিল যে, কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যেসব গুণাবলী ও সুন্দর নামের উল্লেখ হয়েছে, তা হুবহু সেই ভাবেই বিশ্বাস করা। এতে কোন রূপ বিকৃতি অস্বীকৃতি, ধরণ-গঠণ ও সাদৃশ্য আরোপের চেষ্টা না করে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক সেই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করা। আর নামগুলোর মধ্যে যে মহান অর্থসমূহ নিহিত রয়েছে তার উপরও ঈমান আনা। কেননা, এগুলো গৌরবময় আল্লাহর এমন গুণ বিশেষ যা কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা না করে তাঁকে তাঁর উপযুক্ত গুণে গুণান্বিত করা অত্যাবশ্যক। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শুরা ১১)